43

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 JUL 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ .....

২১ দফা দাবীতে

রাজধানীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিক্ষোভ মিছিল ঃ স্মারকলিপি পেশ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিভাগের হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষক গতকাল অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে তাদের ২১ দফা বাস্তবায়নের দাবীতে রাজধানীর রাজপথে বিশাল বিক্ষোভ মিছিলসহ প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে সকল বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-বৈষম্য ও পেনশনের অহেতুক জটিলতা দূরীকরণ, প্রধান শিক্ষকদের ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তার মর্যাদাদান, সহকারী প্রধান শিক্ষকদের পৃথক স্কেল ঘোষণা, প্রাথমিক শিক্ষকদের সমমানের যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারী কর্মচারীদের সমান বেতন স্কেলসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, সিলেকশন গ্রেড, যোগ্যতাভিত্তিক বেতন স্কেল প্রদান ও উচ্চতর যোগ্যতার জন্য অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রবর্তন, কামেল পাসকে এমএ ও ফাজেল পাসকে বিএ পাসের সমান মর্যাদাদান, আত্মীকরণকৃত শিক্ষকদের বেতন প্রদানে রিটেনশন প্রথা বাতিল, শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট চালু, বেতন হতে সব ধরনের কর্তন বন্ধ, প্রতি দু'হাজার অধিবাসীর জন্য একটি হিসেবে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন করে ধর্মীয় শিক্ষকসহ কমপক্ষে মোট ৪ জন শিক্ষক নিয়োগ, পুরাতন বইয়ের বদলে নতুন বই বিতরণ,

১১-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

শিক্ষকদের বিক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার কোটা ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী বাতিল করে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও উপবৃত্তি প্রথা প্রবর্তন প্রভৃতি দাবীতে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির এই সদস্যরা গতকাল সকালে রাজধানীতে প্রতিনিধি সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল এবং প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করে।

রাজধানীর (সিটি ল' কলেজ মিলনায়তনে জমায়েতের পর সকাল সাড়ে দশটায় সারা দেশের হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার এই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার শ্লোগানসহ আগামসি লেন, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ফুলবাড়িয়া, গুলিস্তান, জিরো পয়েন্ট, পল্টন, প্রেসক্লাব, হাইকোর্ট, রমনা হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যাওয়ার পথে দুপুর সাড়ে ১২টায় শাহবাগ শিশুপার্কের নিকট পুলিশ বাধা দেয়। ফলে মিছিলকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা উন্মুক্ত রাজপথে বসে পড়ে। এ সময় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক কাজী আ. কা. ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল গাড়ীতে করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে ২১ দফা দাবী বাস্তবায়নের উদ্দেশে স্মারকলিপি পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এই স্মারকলিপি গ্রহণ করে এ ব্যাপারে অতি শীঘ্রই আলাপ-আলোচনায় বসে গুরুত্বপূর্ণ জরুরী দাবীসমূহ বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন। পরে দুপুর ২টায় শিশুপার্কের সামনের রাজপথে অপেক্ষমান হাজার হাজার শিক্ষক প্রতিনিধির সমাবেশ স্থলে ফিরে এসে দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনার পাশাপাশি আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ৫ মাসব্যাপী এই নতুন কর্মসূচী অনুযায়ী ১৪ আগস্ট চট্টগ্রামে বিভাগীয় সমাবেশ, ২৮ আগস্ট রাজশাহীতে বিভাগীয় সমাবেশ, ১১ সেপ্টেম্বর খুলনায় বিভাগীয় সমাবেশ, ৯ অক্টোবর বরিশাল বিভাগীয় সমাবেশ, ৩০ অক্টোবর সিলেট বিভাগীয় সমাবেশ এবং ২৭ ও ২৮ নভেম্বর ঢাকায় প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এ মহাসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এছাড়া বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এবং বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্বে দেবেন। এই কর্মসূচী ঘোষণা করে জনাব আজাদ শোকরানা মোনাজাতের মাধ্যমে গতকালের মিছিল ও সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এর আগে সকাল সাড়ে ১১টায় প্রাথমিক শিক্ষকদের এই বিশাল বিক্ষোভ মিছিলটি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এসে থেমে পড়লে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বলেন, ওভার ড্রনের অজুহাতে ৭০ হাজার প্রবীণ শিক্ষকের বেতন নতুন স্কেল অনুযায়ী দেয়া হচ্ছে না। ১৫ হাজার শিক্ষকের পেনশন বন্ধ রয়েছে। অথচ সরকার টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকাগুলোতে মিথ্যা তথ্য বিবরণী প্রচার করছে এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য নানা ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তিনি সমিতির ২১ দফা সুপারিশের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, শিক্ষকরা কারো আজ্ঞাবহ কর্মচারী নয়। তারা মানুষ গড়ার কারিগর। তাদের বেঁচে থাকার ও জীবন ধারণের ন্যূনতম ন্যায্য অধিকার দিতে হবে। তাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না। গত ৭ বছর ধরে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি গত নির্বাচনকালে সারাদেশের প্রাথমিক শিক্ষকদের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের দাবী জানান। পরে শিশুপার্কের সামনের সমাবেশে জেলা পর্যায়ের শিক্ষক নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন।